



বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্য সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে দিল্লিতে। বিজেপি প্রদেশ কার্যালয় থেকে এই বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী শীঘ্ৰ দেৱৰ্মা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্যান্য।

৩৩ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে ধান্বা খেলো সকলের বিকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। অপুষ্টি যেন এ দেশের রক্তে রক্তে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা বিশ্বাসের সরকারের আমলে সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ যেন থমকে গিয়েছে শিশুতে এসেই। এই সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক তথ্য জানার অধিকার আইনের প্রেক্ষিতে জানাচ্ছে, এই দেশের ৩০ লক্ষেরও বেশি শিশু বর্তমানে অপুষ্টিতে ভুগছে। যার মধ্যে গত ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত গুরুতর অপুষ্টির শিকার ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার হাজার ৯০২ জন শিশু। আর মাঝারি তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার পঁচাশ জন শিশু। দেশের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলে ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার হাজার ৩২২ জন শিশু অপুষ্টির শিকার। নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের এই তথ্য যেন সকলের চক্ষু চড়কগাছ। আজকের শিশুরাই যদি আগামীকালের ভবিষ্যৎ হয় তাহলে অপুষ্টিতে ভোগা এই শিশুরা আগামীদিন কিভাবে দেশের হাল ধরবে তানিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, করোনার তৃতীয় টেটু শুরু হতেই চিকিৎসকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এই শিশুদের নিয়ে। অপুষ্টিতে ভোগা এই শিশুদেরকে খুব তাড়াতাড়ি করোনা ঘিরে ধরতে পারে বলেও তাদের আশঙ্কা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার ফলে এই শিশুদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। জানা গেছে, অপুষ্টি তালিকার শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র, বিহার এবং গুজরাট। তবে ত্রিপুরা এই তালিকার মধ্যে নেই বলেও খবর। জানা গেছে, গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় এ বছরের নভেম্বরে সংখ্যাটা বাঢ়তে পারে। ইতিমধ্যেই গুরুতর অপুষ্টিতে ভোগার সংখ্যা প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে গতবার সংখ্যাটা ছিলো ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৬০৬ জন। এবার তাদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে। চাইল্ড রাইটস অ্যাঙ্ক ইউ সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক পুজো মারওয়াহ জানিয়েছেন, অতিমারিয়ার কারণে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। যার ফলে গত এক দশকে যতটা উন্নতি করা গিয়েছিলো তার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে এবার। স্কুল বংশ থাকায় ছোট ছোট শিশুরা মিড-ডে-মিল থেকেও পরিষ্ঠিত হয়েছে। মূলত খাদ্য সংকটের কারণেই অপুষ্টি আঘাত হেনেছে, এমনটাও দাবি তার। বরেণ্য চিকিৎসক অনুপম সিবালের আশঙ্কা, এর ফলে শিশুদের করোনায় আঘাত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরাই বেশি পরিমাণে সংক্রমিত হতে পারে। কেননা, শারীরিক দিক থেকে তারা সবচেয়ে বেশি দুর্বল থাকে। উল্লেখ্য, বিশ্ব কুধা সূচকে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালের চেয়েও নিচে অবস্থান করছে ভারত। যেখানে নাকি সবকা সাথ, সবকা বিকাশের স্লোগান গগন ভেদ করছে। সেখানে শিশুদের এই অপুষ্টিতে ভোগার সংখ্যা যেন বিজয়কেতনে কালি ছিটিয়েছে।

শাস্তনু ঠাকুর
ও মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।।

কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দর,
জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রকের
প্রতিমন্ত্রী তথা অল ইন্ডিয়া
মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি
শাস্তনু ঠাকুর, পশ্চিমবাংলার
গাইটার বিধায়ক তথা অল
ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের
মহাসংঘাধিপতি সুরুত
ঠাকুর-সহ মতুয়া মহাসংঘের
প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর
বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব
কুমার দেবের সাথে সৌজন্য
সাক্ষাতে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী
তাঁর সামাজিক মাধ্যমে
বলেছেন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী
শাস্তনু ঠাকুরের সাথে
সোনামুড়া-দাউ দক নিদি
জলপথের উন্নতিকরণের
বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আগরতলা এবং সেকেন্দ্রাবাদে'র
মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন চলবে
প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাজি
দিতে, নভেম্বর, ২০২১—এ সেকেন্দ্রাবাদ এবং আগরতলার মধ্যে একটি
স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে
প্রতি অভিযুক্তে এই ট্রেনটির তিনটি করে ট্রিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া
হয়েছে। স্পেশাল ট্রেন নং ০৭০৩০ সেকেন্দ্রাবাদ — আগরতলা
স্পেশাল-এর তিনটি ট্রিপ যাত্রা শুরু করবে যথাক্রমে ৮, ১৫ এবং ২২
নভেম্বর, ২০২১ তারিখ (সোমবার), যেগুলি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বিকেল
৪টে ৩৫ মিনিটে ছেড়ে আগরতলায় বৃহস্পতিবার ভোর ৩টে-তে পৌঁছবে।
ট্রেন নং ০৭০২৯ আগরতলা — সেকেন্দ্রাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করবে
(শুক্রবার) সকাল ৬টা ১০ মিনিটে এবং রাবিবার দুপুর ২ টো বেজে ৫০
মিনিটে সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। ট্রেনটি মাথাভাঙ্গা এবং গোয়ালপাড়া টাউন
হয়ে চলবে এবং উভয় অভিযুক্তের যাত্রাতেই সীমান্ত রেলওয়ের কিয়াগঙ্গা,
নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কুচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গইগাঁও,
কামাখ্যা, গুয়াহাটি, নিউ হাফলং, বদরপুর জংশন, নিউ করিমগঞ্জ, ধৰ্মনগর
ও আমবাসা স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে এসি-২টায়ার, এসি ৩ টায়ার,
স্লিপার শ্রেণি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ সহ লাগেজ ভ্যানও থাকবে।
এইসঙ্গে উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যে ডিগ্রগড়, নিউ
জলপাইগুড়ি, কাটিহার, যোগবাণী, কিয়াগঙ্গা প্রভৃতি স্টেশন থেকে পুরী,
কন্যাকুমারী, নিউ দিল্লি, জম্বু তাওরাই, উদয়পুর ইত্যাদি স্থানের উদ্দেশ্যে
উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের ভিড় সামাজি দিতে স্পেশাল ট্রেন চালিয়েছে।
আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে এই বিশেষ ট্রেনগুলির স্টেপেজ এবং
সময়সূচী সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে এবং তাছাড়েও বিভিন্ন
স্বাবাস্পদে ও ট্রেন-পর্ট স্থানে

প্রথম মতুয়া মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মতুয়া মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। মতুয়া মহাসংঘের রাজ্যের ভক্তদের উপস্থিতিতে মুক্তধারায় ছিল এই আয়োজন। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের মতাসংঘাধিপতি সবরত ঠাকুর সংঘাধিপতি শাস্ত্রনু ঠাকুর-সহ অন্যান্যরা। আগরতলা ছাড়াও সোমবার কমলপুরে নদকিশোর স্কুল ময়দানে মতুয়া মহাসমাবেশে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবাংলার বাইরেও অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের ‘শক্তি’ বাড়াতে পেরেছে। মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শাস্ত্রনু ঠাকুর কেন্দ্ৰীয় সরকারের পতিমন্ত্ৰীও। রাজ্যে এদিন আসব পর আগৰতলা বিমানবন্দরেই রাজ্যের ভক্তরা তাকে অভ্যর্ণন জাপন করেছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মতুয়া মহাসংঘের ভাবনা ও প্রসারের কথা তুলে ধরেছেন শাস্ত্রনু ঠাকুর-সহ অন্যান্যরা। রাজ্য সফৰে বাংজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্ৰগুৱাও পৰিদৰ্শন কৰবেন শাস্ত্রনু ঠাকুর সবৰত ঠাকুব।

‘রেকর্ড ভোট’ খুশি বিজেপি

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ৭ নভেম্বর ।।

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির দুদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'রা তো আছেনই, বৈঠকে উপস্থিত স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। এত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনার মূল ইস্যু — বাংলায় দলের পরিস্থিতি। অনেকেই মনে করছিলেন, বঙ্গ বিজেপির পারফরম্যান্সে অসম্মত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নতুন করে সংগঠনকে ঢেলে সাজাবেন। কিন্তু সংগঠনে রদবদল ঘটানো হলেও রাজ্যের গেরয়া শিবিরের সামগ্রিক ফলাফলে বেশ সম্ভবয়ই প্রকাশ করলেন নাড়া, অমিত শাহ'র। বরং বাংলার রাজনেতিক অশাস্তি, হিংসার মতো বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হল বৈঠকে। এই ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করেই ভবিষ্যতে বিজেপি বাংলার মাটিতে লড়াই করবে, এমনই বাত্তা দিলেন কেন্দ্রীয়

মেতারা। রবিবার দুপুরে দিল্লির
বৈঠকে তার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন
বাংলার মেতারা। একমাত্র
সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিগ্জীপ
যোধাই দিল্লি গিয়ে বৈঠকে যোগ
দিয়েছিলেন। নাড়ো, শাহ, নির্মলা
সীতারমণ্ডের উপস্থিতিতে বাংলার
মেতারা রাজনৈতিক হিংসা প্রসঙ্গ
তুলে ধরেন। পরিসংখ্যান তুলে ধরে
জানানো হয়, বিধানসভা ভোটের
ফলপ্রকাশের পর থেকে রাজ্য
রাজনৈতিক হিংসায় ৫৫ জনেরও
বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন।
প্রধান বিরোধী দল হওয়ার পর
এমনই ‘শাস্তি’ জুটছে বলে
অভিযোগে সরব হন সুকাস্ত
মজুমদাররা। আর এই বিষয়টিতে
সায় দিয়েই বঙ্গে লড়াই চালিয়ে

যাওয়ার বার্তা দিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব।
সুত্ৰেৰ খবৱ, বিজেপি'ৰ সৰ্বভাৱতীয়
সভা পতি জেপি নাড়োৱ মত,
একুশেৱ বিধানসভা ভোটে বিজেপি
বাংলায় যা ভোট পেয়েছে, তা
ইতিহাসে প্ৰথম — ৩৮ শতাংশ।
বাংলায় নতুন অধ্যায় শুৱ কৰেছে
বিজেপি। গেৱঢ়া শিবিৱেৰ
বিৱৰণেই সবচেয়ে বেশি সদ্বাস

বিফোরক

ଶୁଭେନ୍ଦୁ
କଳକାତା, ୭ ନଦେଶ୍ୱର । । ସନ୍ଦୟାଇ
ମିଟିଛେ ରାଜ୍ୟର ଚାର କେନ୍ଦ୍ରୀର
ଉପନିବାଚନ । ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀଦେର
ଦୂରମୁଖ କରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟେ ଜିତେଛେ
ଜୋଡ଼ାଫୁଲ ଶିବିର । ଅଥଚ ସେଇ ଭୋଟ
ନିଯୋଇ ଏବାର ବିଷ୍ଫୋରକ ଅଭିଯୋଗ
ତୁ ଲଲନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ।
ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳନେତାର ଦାବି,

‘চার কেন্দ্রে ইভিএম বদল হয়েছে।

শিষ্টদের অধিকার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে : লিলিত



মতবিনির্ময় সভা ও পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তথা জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী চেয়ার পার্সন বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত সমাজে শিশুদের অধিকার রক্ষায় সংঞ্চিত্ত সকলের ভূমিকার উপর গুরুত্বারূপ করেন। তিনি বলেন, শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অধিকার সুরক্ষা সুনির্মিত করতে হবে। রাইট টু অ্যাডুকেশনের আওতায় সমস্ত শিশু যাদের বয়স ৬-১৪ বছর, তাদের সকলের শিক্ষা সুনির্মিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি গুণগত শিক্ষায় তারা যাতে শিক্ষিত হতে পারে সে দিকেও নজর দিতে হবে। তিনি বলেন,

জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করছে। তিনি বলেন, সমাজে শিশুদের জন্য এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত ভাবতে পারে। জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ সারা দেশে গত ২ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ঋষিকেশ রায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত করেন প্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানে

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন
ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা
রাজ্য আইন সেবা কর্তৃ পক্ষের
কাফিনির্বাচী চেয়ারম্যান শুভামিস
তলাপাত্র, ত্রিপুরা হাইকোর্টের
বিচারপতি অরিদম লোখ, ত্রিপুরা
হাইকোর্টের বিচার পতি
সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য
শিশু সুরক্ষা কমিশনারের চেয়ারপার্সন
নীলমা ঘোষ, জাতীয় আইন সেবা
কর্তৃ পক্ষের সদস্য সচিব অশোক
কুমার জৈন ও অধিকর্তা পুণিত
সেহগল। অনুষ্ঠানের সভাপতি
ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
ইন্দ্রজিৎ মোহাস্তি শিশুরা যাতে
আঞ্চলিকসের সাথে বেড়ে উঠতে
পারে সেজন্য সকলকে এগিয়ে
আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি খালিকেশ
রায়, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি
শুভাশিস তলাপাত্র, রাজা শিশু সুরক্ষা
কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ
প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সাগরত
বন্ধব্য রাখেন রাজ্য আইন সেবা
কর্তৃ পক্ষের সদস্য সচিব সঙ্গয়
ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত
অতিথিগণ পোস্টার প্রদর্শনী ঘুরে
ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে
অঙ্গনিয়াম গার্নিস স্কুলের ছাত্রীরা
উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে।
অনুষ্ঠানের শেষে মনোজ্জ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত
হয়। অনুষ্ঠানে শিশুদের অধিকার
সংক্রান্ত একটি বুকলেন্টের আবরণ
উন্মোচন করেন সুপ্রিম কোর্টের
বিচারপতি উদয় উমেশ লালিত।

ବନମାଳୀ ପୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। সামনে পুর নিগমের নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগমী ১০ নভেম্বর থেকে বিজেপির মন্ত্রী থেকে বিধায়ক সকলের উপস্থিতিতে ‘ঝড়ে’ প্রচার শুরু হবে। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বব কুমার দেব নিজ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা ঘূরেছেন। তোট প্রচারের আবহে বনমালীপুর বিধানসভার অস্তর্গত পুর নিগমের ওয়ার্ড এলাকায় রবিবার প্রচারে শামিল হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দিলীপ রায়, প্রাচৰ বিধায়ক প্রয়াত মধুসূদন সাহার বাড়িতেও যান। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তার সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেছেন, এলাকার বিশিষ্ট জনদের

বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজনদের
সাথে কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর
সাথে মণ্ডল সভাপতি এবং দলের
প্রার্থীরাও শামিল হয়েছেন এদিনের
কর্মসূচিতে। মণ্ডল কার্যালয়েও যান
মুখ্যমন্ত্রী। সাংগঠনিক আলোচনার
পাশাপাশি কর্মীদের সাথেও কথা
বলেছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী
সফর কালে কর্মী-সমর্থকদের
উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়।

ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଜେପି କମ୍ବୀ, ମାମଳା



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ১। পুর নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি বারবার শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ শান্তি করছে। কিন্তু পুর নিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় উল্টো চিত্র। বিজেপি করায় আক্রান্ত এক যুবক। রবিবার রাতে এই ঘটনায় পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে ছে। অভিযোগ, সিপিএম প্রার্থী নেপাল মজুমদারের নির্দেশে আক্রমণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রদীপ সাহা এবং অভিজিৎ সাহা নামে দুই

হয়েছে। খয়েরপুর যুব মোর্চার সম্পাদক প্রসেনজিত ভৌমিককে নিয়ে রাবিবার রাতে পূর্ব থানায় মামলাটি করেছেন গৌতম দেবেনাথ। তার বাড়ি দক্ষিণ কাশিপুরে। গৌতমের দাবি, রবিবার সন্ধিয়া তিনি বিজেপির জনসভায় গিয়েছিলেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে গৌতমের পথ আটকায় প্রদীপ এবং অভিজিৎ। তারা নাকি গৌতমকে সিপিএম করতে হবে বলে হমাকি দেয়। দিনমজুর এই যুবক রাজি না

হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন গৌতম। পরে যুব নেতা প্রসেনজিত সাহা গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন। হাস পাতালে চিকিৎসা করানোর পর পূর্ব থানায় গিয়ে মামলা করতে গেছেন গৌতম। গৌতমের বক্তব্য, রাত ৯ টার দিকে বাজার হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পুর নির্বাচনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এইবারও সিপিএম প্রার্থী করেছে নেপাল মজুমদারকে। তিনি আগেও কাউন্সিল ছিলেন। বাম আমলে তার সন্তানে ভয়ে থাকতেন এলাকার সবাই। এখনও একই কাজ করছে। আমি বিজেপি করি দেখে মারধর করিয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন গৌতম। প্রস্তুত, পুর নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর বেশ কয়েকটি আক্রমণের অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে বের হওয়া সংগীতশিল্পী স্তীপূর্ণ রায়ের স্কুটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আরও তিন বাম প্রার্থী আক্রমণ হওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। কিন্তু নির্বাচনে সন্তুষ্ট শহরে এই

